কাদম্বিনী

রাজ টেক্সটাইল মাধ্যমিক বিদ্যালয়

কাদম্বিনী পত্রিকা পরিষদ

সভাপতি
আফ্রিদা তাবাছুম, ১০ম, ০১

সম্পাদক
সুমাইয়া আক্তার, ১০ম, ১১

বর্ণসজ্জা
ফারজানা আক্তার মিম, ২য়, ০২

চিত্রসজ্জা
অক্ষরপুরস্কার শ্রেণি, ১০ম, ০৩

বৃষ্টি বিলাস

- সুমাইয়া আক্তার, ১০ম, ১১

কুলায় কাঁপিছে কাতর কপোত/দাদুরী ডাকিছে সঘনে।
গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি/গরজে গগনে গগনে
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলাদেশ ঋতুবৈচিত্র্যের দেশ। ঋতুগুলোর মধ্যে বর্ষাকাল সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাস বর্ষাকাল। গ্রীষ্মের প্রচন্ড তাপে যখন খাল-বিল শুকিয়ে যায় তখন শীতল পরশ নিয়ে আসে বর্ষাকাল। বৃষ্টি বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। বর্ষাই বাংলাদেশকে করেছে সুফলা শস্য-শ্যামলা। বর্ষার ফলে মাঠে শস্য ওঠে উর্বর। মাঠে ফলে নানান ফসল। বর্ষার প্রভাব খুবই ব্যাপক। বর্ষার দিন মানুষ ভুলে যায় কৃত্রিমতা। গ্রামে মনের অজান্তেই প্রিয় কবিতা অথবা গান এসে অনন্য নজরুলগীতি কিংবা রবিন্দ্রসঙ্গীত মন কেড়ে নেয়। মনের অজান্তেই কেন পথহারা পথিক গেয়ে ওঠে –

"শাওনও রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে
বাহিরে ঝড় বহে, নয়নে বারি ঝরে"।

বাংলার বর্ষার রূপবৈচিত্র্য অভুলনীয়। বাঙালির প্রাণে বিচিত্র অনুভূতির সঞ্চার করে ওঠে বাঙালির প্রাণের কবি। তাইতো কবির কণ্ঠের পংক্তি ফুটে ওঠে প্রতিটি প্রাণে, বলে ওঠে তারা –

"এমনই দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরষায়"।

বৃষ্টির বিজ্ঞান

- আফ্রিদা তাবাছুম, ১০ম, ০১

বৃষ্টি এক ধরনের তরল, যা আকাশ থেকে মহাকর্ষণের টানে ভূপৃষ্ঠের দিকে পড়ে। বৃষ্টির বীজমন্ডলে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। এ ফোঁটা গুলি যখন পরিমানে ভারি হলে তা পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে – একেই বলে বৃষ্টি। বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে বৃষ্টি মুষলধারে ফলের বড় উৎস শকনো বাতাসের মধ্য দিয়ে বৃষ্টির সময় কিছু বৃষ্টির পড়ার সময় বিন্দু শুকিয়ে যায়। এবার আসা যাক বৃষ্টিপাত মাপার কথা। বৃষ্টির ধারাকে মিলিমিটারে গণনা করা হয়। ঘন্টায় ০.২৫ মিলিমিটার থেকে ১ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি পাতকে হালকা, ৪ মিলিমিটার থেকে ১৬ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি পাতকে ভারি, ১৬ মিলিমিটার থেকে ৫০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতকে অতি ভারি এবং ৫০ মিলিমিটারের অধিক বৃষ্টিপাতকে চরম বলে। প্রত্যেকটা বস্তুই অনু-পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। পানিও। পানি বস্তুর মাঝে অনু-পরমাণুগুলো সদা চলমানশীল কিংবা গতিশীল। এই পানিকে ধারণ করে আমাদের জীবন ধারণ অসম্ভব। সেই পানি চলে আসে প্রধান ভূমিকা পালন করে বৃষ্টি। প্রতি বছর আমরা ও সমুদ্র থেকে ১,২৪,০০০ ঘনমাইল পানি বাষ্পীভূত হচ্ছে। এই বাষ্পীভূত পানি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পৃথিবীতে ফিরে আসে। ১৯৪৬ সালে সর্ব প্রথম বিজ্ঞানী ল্যাংমুর ও শেইফার কৃত্রিম বৃষ্টি [illegible]

বৃষ্টি

- রাফিয়া সুলতানা, ৮ম, ১৩

কার ঘর ঝরে যায় অবিরাম বৃষ্টি
বর্ষা এনে দেয় প্রকৃতির নকশা,
বর্ষায় নেমে আসে কারো চোখে জল
বর্ষায় এনে দেয় চাষির খেতে ফল,
বর্ষায় পথ ঘাট হেয়ে যায় বর্ষার প্লাবনে
আঁধার ঘনিয়ে আসে নেই নীল গগনে,
দিনে নয়, রাতে নয় আসে খুশি মতো
আরো সে দিয়ে যায় তার গুন যত,
ঝরিতে লাগিল ঐ গগনের বারি
তবু মাঝি বেয় তার ঐ খেয়া পাড়ি,
মাছগুলো ধরা দেয় জেলেদের জালে
বর্ষা শুরু হয় বর্ষারই কালে,
বর্ষায় সকালের হাতে থাকে ছাতা
বর্ষার ভিজে ভিজে কেউ কেউ আনন্দে মাতে

দৃষ্টিকোণ

- নাম: মিম আক্তার, ৭ম, [illegible]

বর্ষা আমার প্রিয় কাল
তাই তো ইলিশ ভাজা
ইলিশ ভাজা দুইজন মিলে
সারা দিন আড্ডা দিলে।
বর্ষা আমার মাদুর পাওয়া
মুড়কোল আমার প্রিয়তুলা
তাই তো সারা বেলা।
বর্ষা আমার আনন্দ ঘরে
ভুলতে যে যায় সবাই মিলে।

বৃষ্টি ভাজা

- ফারজানা আক্তার মিম, ২য়, ০২

বৃষ্টি ভেজা বাড়ি ফিরি,
বৃষ্টি ভেজা মাঠে,
বৃষ্টি ভেজা ঘাসের ওপর
বৃষ্টি ভেজা হাটে।
বৃষ্টি ভেজা গাড়ি
বৃষ্টি ভেজা ট্যাক্সি,
বৃষ্টি ভেজা গাড়ি
বৃষ্টি ভেজা ঘরে।
বৃষ্টি ভেজা [illegible]

আষাঢ়

- শারমিন আক্তার, ৯ম, ৫৩

আষাঢ় মাসে আকাশ থাকে
কালো মেঘে ঢাকা,
মাঝে মাঝে বৃষ্টি করে
অকৃতি ভাকাবাঁকা
সূর্য দেখা যায় না
দিনটাকে মনে হয়
কাটে সারাবেলা,
আকাশ দিচ্ছে উঁকি
নিচে বিদ্যুৎ খেলা,
যখন তখন বৃষ্টি নামে
মুষলধারে ঝরে,
বৃষ্টিমতো থামে,
বনবাসি ব্যস্ত হয়ে
সব ধরনের কাজে,

সম্পাদকীয়

মেঘে মাদলের ধ্বনি বাদলে
বরষা বুঝি আজে ওই।
ফুল বলে, ভুলিনু
ধূলি চিরদিনে যাবে ওই।